সংবাদ

তারিখ ...7 AUG 2017...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...৬...

স্মারক বক্তৃতায় ঢাবি উপাচার্য

সাংবাদিকতা পেশায় বজলুর রহমানের মতো মানুষই দরকার

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

'সাংবাদিকতা পেশায় বজলুর রহমানের মতো মানুষেরই দরকার'। তিনি একজন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা ও নিরহঙ্কার, নির্লোভ ব্যক্তি ছিলেন। অজ্ঞতা, অন্যায় ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর তার অন্য পেশায় যাওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন।

প্রয়াত সাংবাদিক বজলুর রহমানের ৭৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল অনুষ্ঠিত সম্পাদক বজলুর রহমান স্মারকবক্তৃতায় এসব কথা বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আআমস আরেফিন সিদ্দিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ এবং বজলুর রহমান ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে এই স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। ঢাবি উপাচার্য বলেন, মিডিয়ায় প্রযুক্তি ও পুঁজির অনুপ্রবেশের কারণে সাংবাদিকতার মূল্যবোধ যেন বিকিয়ে না যায় সে ব্যাপারে প্রয়াত এই সাংবাদিক গণমাধ্যম কর্মীদের সতর্ক করতেন। তার জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা নিয়ে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা চর্চার ওপর গুরুত্বারোপ করে ঢাবি উপাচার্য বলেন, পূর্বে সাংবাদিকতা পেশায় সুযোগ-সুবিধা কম থাকলেও বস্তুনিষ্ঠতা ছিল। এখন সাংবাদিকতার : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

সাংবাদিকতা পেশায়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

এ পেশায় সুযোগ-সুবিধা বেড়েছে, তবে বস্তুনিষ্ঠতা কমেছে। সাংবাদিকদের ভুল তথ্য ও অপতথ্যের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, নির্দিষ্ট এজেন্ডা নিয়ে গণমাধ্যমে অপতথ্য দেয়া উচিত নয়। অপতথ্য দিয়ে প্রধান শিরোনাম করা হলে একই ধরনের ট্রিটমেন্ট দিয়ে প্রতিবাদ ছাপানো উচিত। সাংবাদিকতার মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সংবাদের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কাশেম হুমায়ুন স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করে শিক্ষার্থীদের বজলুর রহমান সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দেয়ায় সাংবাদিকতা বিভাগকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বজলুর রহমান সংবাদ জগতের রোল মডেল। তিনি ছিলেন সাংবাদিকতা জগতের বিশেষ ব্যক্তি, মেধাবী একজন মানুষ।

পরীক্ষায় অংশ নিলেই তিনি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দিতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেননি দেশকে ভালোবেসে। পাকিস্তান আমলে কমিটমেন্টের মাধ্যমে সাংবাদিকতা করতে হতো। কিন্তু এখন আর সেটি নেই। বর্তমানে সাংবাদিকতা একটি পেশা। তরুণরা কমিটমেন্ট না করে চাকরি হিসেবে সাংবাদিকতায় প্রবেশ করছে। কমিটমেন্ট আর পেশাকে কখনো এক করা যায় না। ষাটের দশকের সাংবাদিকতা আর বর্তমান সাংবাদিকতায় অনেক পার্থক্য আছে। বর্তমানে সাংবাদিকতা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। তাই মিডিয়া এখন নানাভাবে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। কমিটমেন্ট করে সাংবাদিকতায় আসলে এ মিডিয়াকে অনেক দূর এগিয়ে নেয়া যাবে। এ স্মারক বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু জানতে পারবে বজলুর রহমান সম্পর্কে।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। 'মিডিয়ায় প্রযুক্তি ও পুঁজির ছায়া : অংশীদারিত্ব, পেশাদারিত্ব ও প্রতিষ্ঠান' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম। এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর ও বজলুর রহমান ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ এবং বজলুর রহমান ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে প্রথমবারের মতো এ স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক বজলুর রহমান ১৯৪১ সালের ৩ আগস্ট ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০০৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি 'সংবাদ' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং...
তারিখ...
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এস.পি বিভাগ
সিনিয়র এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রধান লাইব্রেরিয়ান কর্মকর্তা
ফি...
কার্যার্থে
স্বাক্ষর